BANGLADESH CENTER FOR WORKERS SOLIDARITY

৮ই মার্চ, ২০২৬ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন
” ঘর থেকে কর্মক্ষেত্রঃ নারী ও কন্যা শিশুর জন্য অধিকার, ন্যায়বিচার ও পদক্ষেপ !”

” ঘর থেকে কর্মক্ষেত্রঃ নারী ও কন্যা শিশুর জন্য অধিকার, ন্যায়বিচার ও পদক্ষেপ ”- এই প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের ন্যায় এবারো বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি- BCWS ৮ই মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস- ২০২৬ উদযাপন করছে।

১৮৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে কর্মজীবী নারীদের শিল্প- কারখানায় কর্মঘন্টা কমানো, মানবিক আচরণ- বিধির প্রয়োগ, শ্রম মজুরির বৈষম্য দূরীকরণসহ নানাবিধ স্বাধীনতা প্রদানকে কেন্দ্র করে শ্রমজীবী নারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের যে সূত্রপাত ঘটেছিল, পরবর্তীতে তা পরিণতি পায় স্থান-কাল নির্বিশেষে সারাবিশ্বের নারী মুক্তির পাথেয় হিসেবে ১৯৭৫ সালে ৮ই মার্চ কে জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার মাধ্যমে।

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় নারীদের অনস্বীকার্য ভূমিকা থাকলেও পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামি, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে আজও নারীরা এখনো অবহেলিত, শোষিত ও উপেক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে আরো প্রকট। লিঙ্গভিত্তিক সমতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ থাকলেও নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের চর্চা ক্রমাগত বেড়ে চলায় নারী উন্নয়ন ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠা বারবার ব্যাহত হয়েছে। সেই সাথে আইনের শাসন ও নারীদের জন্য সকল ক্ষেত্রে সমসুযোগ না থাকার কারণে নারীবিদ্বেষকে ”স্বাভাবিকীকরণ” করার মাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্য এক ধরণের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।

নারীরা পারিবারিক সহিংসতা, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। নারীর অবমূল্যায়ন, ইভটিজিং, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, যৌন নির্যাতন হর- হামেশাই ঘটছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে বাংলাদেশে ৩৬% নারী রাস্তাঘাট, গণপরিবহন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত যৌন হয়রানির শিকার। ৭৬% নারী তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতিত। শুধুমাত্র ২০২৫ সালে ২,৮৫১ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে যার মধ্যে ৭৮৬টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, এবং যার মধ্যে ৫৪৩ জনই ছিল শিশু । পাশাপাশি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সারাদেশে ক্রমবর্ধমান নারীবিদ্বেষ ও নারীর উপর হামলা নারীর নিরাপত্তাকে আরো ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এছাড়াও সহিংসতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে অনলাইন বা সাইবার সহিংসতা। এই পরিস্থিতি স্পষ্ট করে যে'নারীর প্রতি সহিংসতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা নয়; এটি একটি গভীর সামাজিক ও কাঠামোগত সংকট, যা নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা।
পোশাক রপ্তানিতে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই শিল্পের ভুমিকা অপরিহার্য। জিডিপির সিংহভাগ অর্জিত হয় পোশাক শিল্প থেকে। এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ যার প্রায় ৫৭% শ্রমিক নারী। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের অধিকার ও সুরক্ষার বাস্তবায়ন অপেক্ষাকৃত কম। মহামান্য উচ্চ আদালতের দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং ৫৯১৬/২০০৮ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যৌন হয়রানী দূরীকরণে এবং নারীর সুরক্ষায় কিছু সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে যা সকল সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রতিষ্ঠানেই বাস্তবায়ন হচ্ছে না, সুনির্দিষ্ট আইন এবং সুষ্ঠু তদারকির অভাবে অপরাধ দিন দিন বেড়েই চলছে।

বিশ্বব্যাপী কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানী নিরসনে দক্ষিন এশিয়ার ১ম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০ নভেম্বর, ২০২৫ আইএলও কনভেনশন-১৯০ অনুস্বাক্ষর করার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধি গ্রহন করে সহিংসতা নিরসনের জন্য কার্যকরী ভুমিকা পালন করবে।

লিঙ্গ- ভিত্তিক সহিংসতা একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার, কারখানা, প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বিত অংশগ্রহন প্রয়োজন।

এই বছর নারী দিবসে নারী মুক্তি, নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা প্রতিরোধে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে নিম্নের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি-

- উচ্চ-আদালত এবং শ্রম আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক কারখানায় কার্যকরী যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে;
- অবিলম্বে সকল কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ও জনসমাগমে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানী বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিধি গ্রহন করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;
- জাতীয় বাজেট তৈরির সময় জেন্ডার-সমতাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে;
- নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও আগ্রাসী মনোভাব, পুরুষতান্ত্রিক অসম-ক্ষমতার চর্চা রুখতে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কর্মকান্ড ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে নারীর অধিকার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে;
- নিরাপদ কর্মপরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে এবং গণপরিবহনে নারী শ্রমিক তথা সকল নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;
- শ্রম আইনের সংস্কার এবং ব্যর্থতায় কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে;
- নারী নির্যাতন এবং হয়রানী সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে;
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নারীবিদ্বেষী কার্যক্রম প্রচার, অনলাইনে ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধ আক্রমণ, সাইবার বুলিং নিষিদ্ধ করতে হবে এবং সাইবার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;
- ধর্ষণ ও নির্যাতন বন্ধে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে;
- গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধার বৈষম্য নিরসন করে সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করতে হবে;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় নারী ও শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
- গার্মেন্টস শ্রমিকদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যজনিত অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্ব স্তরে নারীর নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

ধন্যবাদান্তে,

কল্পনা আক্তার
নির্বাহী পরিচালক, BCWS